# কনি্তু দশেরে জনগণ মালকি হবে না এ কমেন ব্যবসা?

লখেক: মসেবাহ উদ্দনি খান মঠিু | প্রকাশতি: 17 October 2026, 02:59 PM | বভিাগ: ফচিার














স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদশেে এক শতাব্দীরও বশেি সময় ধরে ব্যবসা করছে। ১৯০৫ সাল তথা তৎকালীন ব্রটিশি শাসনামল থকেে তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করে আসছে। এইচএসবসিি’র ইতহিাসও বাংলাদশেে দীর্ঘ, এর পূর্বসূরি মার্কন্টোইল ব্যাংক-এর কার্যক্রমরে ইতহিাস ১৯৫১ থকেে, আর এইচএসবসিি নামে বাংলাদশেে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। সটিি (সআিইটআিই) বাংলাদশেে ১৯৮৭ সাল থকেে করপোরটে ও প্রাতষ্ঠিানকি ব্যাংকংি করছে। মটেলাইফ বা পুরোনো আলকিো বাংলাদশেরে হাজার হাজার মানুষরে কাছ থকেে বভিন্নি বমিা পলসিরি মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রমিয়িাম হসিবেে সংগ্রহ করে, শত শত কোটি টাকা মুনাফা করছে। সইে মুনাফার একটি বড় অংশ তারা নজিদেরে দশেে পাঠয়িে দচিছ্ে। বাংলাদশেরে মানুষ এইসব এমএনসি সমূহরে ব্যবসার গ্রাহক হবে, কনি্তু তাঁদরে মুনাফার অংশীদার হবে না। এই তালকিায় বদিশেি ব্যাংক, আর্থকি প্রতষ্ঠিান, ফার্মাসউিটকি্যালস ও তলে কোম্পানরি যথষ্টে পরমিাণে উদাহরণ দওেয়া যায় যারা এ দশেে শত শত কোটি টাকার ব্যবসা ও মুনাফা করছে এবং পরবর্তীতে সইে মুনাফা নজি দশেে পাঠয়িে দচিছ্ে।

শুধু ব্যাংক নয়, ম্যানুফকেচারংি কোম্পানগিুলোর মধ্যে ইউনলিভিার, নসেলে, বএিটি, শভেরন, বাটা, রকেটি, ম্যারকিো সহ অনকে বহুজাতকি প্রতষ্ঠিান দীর্ঘদনি ধরে বাংলাদশেরে বাজারে ব্যবসা করছে। বাংলাদশেরে বশিাল ভোক্তা বাজার, মানুষরে সঞ্চয়, ব্যাংকংি ব্যবস্থা, অবকাঠামো ও শ্রমশক্তকিে ব্যবহার করে এসব প্রতষ্ঠিান এখানে দুর্দান্ত ব্যবসা করছে এবং বরিাট অঙ্করে মুনাফা করছে। শুধুমাত্র

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ২০২৫ সালে প্রফটি করছেলি ২,৮০০ কোটি টাকা। কন্তিু তাদরে অধকিাংশই দশেরে পুঁজবিাজারে তালকিাভুক্ত নয়। ব্যবসা করার অধকিার তাদরে অবশ্যই আছে। প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। এই বপিুল অর্থনতৈকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদশেরে সাধারণ মানুষরে অংশীদারত্বি কোথায়? সাধারণ মানুষ তাদরে ব্যবসার শ্রফে একজন গ্রাহক, কন্তিু মালকি নয়। সইে মুনাফায় বাংলাদশেরে সাধারণ মানুষ এবং দশেীয় বনিয়িোগকারীদরে অংশগ্রহণ থাকবে না কনে? আর এখানইে পুঁজবিাজাররে গুরুত্ব।

একটি কোম্পানি যদি বাংলাদশেে ব্যবসা করে, বাংলাদশেরে বাজার থকেে আয় করে এবং বাংলাদশেরে ব্যাংকংি ব্যবস্থা থকেে অর্থায়ন নয়ে, রাষ্ট্ররে অবকাঠামো ব্যবহার করে তাহলে সইে কো□পানরি মালকিানায় বাংলাদশেরে সাধারণ বনিয়িোগকারীদরে অংশগ্রহণরে সুযোগ থাকা উচতি। পুঁজবিাজারে তালকিাভুক্ত হলে সাধারণ মানুষ শয়োর কনিে সইে ব্যবসার অংশীদার হতে পার।ে একই সঙ্গে কোম্পানরি আর্থকি হসিাব, সম্পদ, ঋণ, মুনাফা ও পরচিালনা সম্পর্কে অধকিতর স্বচ্ছতা ও জবাবদহিতিা তরৈি হয়। দুঃখজনকভাবে সত্য বাংলাদশেে ২০১০ সালে ৫০ কোটি টাকার বশেি পরশিোধতি মূলধন হলে আইপও’ির বধিান ছলি, কন্তিু ২০১৯ সালে সইে নোটফিকিশেন বাতলি করা হয়।

একটি কোম্পানি ব্যাংক থকেে বপিুল ঋণ নবে,ে ব্যবসা করব,ে মুনাফা করবে কন্তিু পুঁজবিাজারে আসবে না। অথচ তালকিাভুক্ত হলে সাধারণ জনগণও সইে ব্যবসার অংশীদার হতে পারত এবং কোম্পানরি ওপর বাজারভত্তিকি অতরিক্তি নজরদারি তরৈি হতো। আমাদরে অর্থায়ন ব্যবস্থার এখানইে বড় দুর্বলতা। ব্যাংক থকেে ঋণ নয়িে ব্যবসা এটাই যনে নয়িম। অথচ হওয়া উচতি ছলি পুঁজবিাজার ও ব্যাংক দুই ব্যবস্থার সমন্বতি ব্যবহার।

এখানে পাবলকি ইন্টারস্টে কোম্পানি নীতমিালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পার।ে জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ, বড় এবং অর্থনীততিে প্রভাবশালী কোম্পানগিুলোকে পুঁজবিাজারে আনার বাধ্যবাধকতা তরৈি করা গলেে শুধু শয়োরবাজাররে আকারই বাড়বে না, সাধারণ মানুষও দশেরে বড় বড় ব্যবসা ও শলি্পরে সম্পদ সৃষ্টরি প্রক্রয়িায় অংশীদার হতে পারব।ে আমরা বহুজাতকি কোম্পানরি বরিুদ্ধে নই। বরং তারা বাংলাদশেে আসুক, বনিয়িোগ করুক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুক, প্রযুক্তি আনুক এবং মুনাফা করুক এটাই স্বাভাবকি। কন্তিু একই সঙ্গে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদহিতিা, সুশাসন এবং যখোনে প্রযোজ্য সখোনে স্থানীয় বনিয়িোগকারীদরে অংশগ্রহণরে সুযোগ।

বাংলাদশেরে অর্থনীতি যদি সত্যইি অন্তর্ভুক্তমিূলক করতে হয়, তাহলে শুধু কয়কেজন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী বড়লোক হবনে এমন অর্থনীতি নয়; সাধারণ মানুষও যনে দশেরে অর্থনতৈকি প্রবৃদ্ধরি মালকিানা ও সম্পদ সৃষ্টরি অংশীদার হতে পারনে, সইে ব্যবস্থা করতে হব।ে একটি বকিাশমান

অর্থনীতরি লক্ষ্য হওয়া উচতি শুধু ব্যাংকমুখী অর্থনীতি নয়, শক্তশিালী পুঁজবিাজারভত্তিকি অর্থনীতি। শুধু গ্রাহক নয়, সাধারণ মানুষকে বনিয়িোগকারী ও অংশীদার করা।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য কয়েকটি ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হতে পারে। এস আলম ও তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়া এবং সেই অর্থের বড় অংশ বিদেশে পাচারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। বিশেষ করে অনেক ঋণ দেওয়া হয়েছিল তুলনামূলকভাবে নতুন ও নামসর্বস্ব কোম্পানির নামে। এখানেই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে যদি কোনো কোম্পানি শত শত বা হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ নিতে চায়, তাহলে ওই কোম্পানির মালিকানা, সম্পদ, ব্যবসা, আর্থিক সক্ষমতা ও প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি শক্তিশালী জনসাধারণের নজরদারি থাকা জরুরি।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির অন্যতম বড় সুবিধা এখানেই। একটি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হলে তার আর্থিক হিসাব, সম্পদ, দায়, মালিকানা, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হয়। নিরীক্ষা, ডিসক্লোজার এবং রেগুলেটরী ওভারসাইট-এর কারণে একটি শেল বা নামসর্বস্ব কোম্পানির পক্ষে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়ে যায়। তাই একটি নীতিগত প্রশ্ন সামনে আসছে কোনো কোম্পানি যদি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বৃহৎ ব্যাংকঋণ নিতে চায়, তাহলে তাকে আগে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার শর্তের আওতায় আনতে হবে । আমার মতে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি কোম্পানিকে ছোট অর্থায়নের জন্যও শেয়ারবাজারে আসতে হবে। বরং বৃহৎ ঋণগ্রহীতা কোম্পানির জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেই সীমার বেশি ঋণ নিতে হলে কোম্পানিকে প্রথমে নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ, নিরীক্ষা, মালিকানার স্বচ্ছতা এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে।

নীতিটি হতে পারে বড় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকের ঋণযোগ্যতা যাচাই যথেষ্ট নয়; কোম্পানির মালিকানা, আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ওপর পুঁজিবাজারভিত্তিক জনসমীক্ষাও থাকা উচিত। এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে ব্যাংকের বড় ঋণের ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বাড়বে। একই সঙ্গে পুঁজিবাজারে ভালো ও বড় কোম্পানির তালিকাভুক্তিও বাড়বে। ইসলামী ব্যাংকসহ সাম্প্রতিক ব্যাংকিং সংকটের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো বিপুল ব্যাংকঋণ যদি স্বচ্ছ মালিকানা, শক্তিশালী ডিসক্লোজার এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার বাইরে থাকে, তাহলে সেই অর্থের অপব্যবহার ও পাচারের ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই এখন সময় এসেছে মানি মার্কেট বা ব্যাংক ও পুঁজিবাজারকে আলাদা দুটি সত্তা হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম হিসেবে দেখার। বৃহৎ ঋণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারকে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু শেয়ারবাজার উন্নয়নের বিষয় নয়, এটি ব্যাংকের অর্থ, আমানতকারীর অর্থ এবং দেশের জনগণের অর্থ সুরক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কোম্পানিকেও পুঁজিবাজারের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। একইভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেও পাবলিক লিস্টিং-এর আওতায় আনা যেতে

পারে। এর মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। একটি কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে তাকে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হয়। পাশাপাশি স্বতন্ত্র পরিচালক এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের ওপরও বাড়তি জবাবদিহিতা তৈরি হয়।

একটি প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে তাই শুধু বেসরকারি ভালো কোম্পানিকে নয়, জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ধীরে ধীরে পুঁজিবাজারে নিবন্ধন ও লেনদেনের আওতায় আনা প্রয়োজন। এটি শুধু পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের বিষয় নয়; এটি হতে পারে কর্পোরেট সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সরকারের সঠিক ও দূরদর্শী নীতি, কার্যকর আইন প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দৃঢ় সদিচ্ছা থাকলে রাষ্ট্রীয় ও বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারের সঙ্গে যুক্ত করে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি অধিকতর স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। পুঁজিবাজারকে শুধু বিনিয়োগের বাজার হিসেবে নয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির জবাবদিহিতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবেও দেখতে হবে।

---

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।